বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০

ড. সুলতান আহমেদ
সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ
ও
সভাপতি, গভর্নিং বডি
বিপিএমআই

বাণী

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুতের কোন বিকল্প নেই। তাই বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে সরকার সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। ২০০৯ সালের তুলনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ৫ গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ২২,০০০ মেগাওয়াট ছাড়িয়েছে।

শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করলেই সকল সমস্যার সমাধান হবে না। উৎপাদিত বিদ্যুৎ গ্রাহকের দোরগোড়ায় পৌঁছানো একটা বড় চ্যালেঞ্জ। আবার শুধু দোরগোড়ায় পৌঁছালেই হবে না, মানসম্মত ও নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে। এ জন্য সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থারও উন্নয়ন করে যাচ্ছে। কিন্তু দক্ষ জনবল না থাকলে শুধুমাত্র সিস্টেমের উন্নয়ন করে কোন সুফল পাওয়া যাবে না। যারা সমগ্র সিস্টেম পরিচালনা করবেন, তাদের দক্ষতা ও নিষ্ঠার উপর নির্ভর করে গ্রাহকের নিকট মানসম্মত ও নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার সমুদয় প্রক্রিয়া।

বিপিএমআই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে মানসম্মত ও নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার উপযোগী জনবল তৈরি করার লক্ষ্য নিয়ে। এ খাতে কর্মরত প্রকৌশলী ও কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিপিএমআই নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তহবিলের অভাব, সীমিত জনবল এবং অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ সংস্থা যেভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে, তা’ সত্যই প্রশংসনীয়।

বিপিএমআই বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০ প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ সংস্থার উত্তরোত্তর অগ্রগতি কামনা করি।

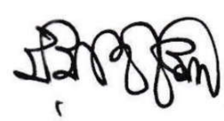

ড. সুলতান আহমেদ

মোঃ মাহবুব-উল-আলম এনডিসি
রেক্টর

পূর্বকথা

বিপিএমআই প্রায় ২ বছর ধরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ সময়ের মধ্যে প্রথম বছর নিজস্ব কোন অফিস বা প্রশিক্ষণের জন্য শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থা ছিল না। কর্মকর্তাগণ বারান্দায় অফিস করতেন এবং বিদ্যুৎ ভবনের বিভিন্ন হলে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হতো। কোন সভা থাকলে প্রশিক্ষণ বন্ধ রাখতে হতো বা অন্য কোন খালি হল পেলে প্রশিক্ষণার্থীদের সেখানে স্থানান্তর করা হত।

এরপরও বিপিএমআই থেমে থাকেনি। ডেসকোর সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্রিঃ জেঃ শাহীদ সারওয়ার (অবঃ) নিজে থেকে পূর্বাচলস্থ সাব-স্টেশন ভবনের উপরের চারটি ফ্লোর বিপিএমআই-এর অস্থায়ী কার্যালয় হিসেবে ব্যবহারের প্রস্তাব দেন। তদানীন্তন বিদ্যুৎ সচিব (বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব) ডঃ আহমদ কায়কাউস ও আমি সেই ভবন দেখতে যাই এবং আমাদের তা' পছন্দ হয়ে যায়। এরপর সচিব মহোদয় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে দায়িত্ব প্রদান করেন সেই ভবনের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা করে প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের উপযোগী করে দেয়ার জন্য। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের তদানীন্তন চেয়ারম্যান প্রকৌশলী খালেদ মাহমুদ সহাস্য বদনে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ৫/৬ মাসের মধ্যে সেটিকে বর্তমান রূপে প্রদান করে আমাদের নিকট হস্তান্তর করেন। এ জন্য ডঃ আহমদ কায়কাউস এবং প্রকৌশলী খালেদ মাহমুদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

২০১৯ সালে ২ মে তারিখে নতুন ভবনে আমরা কার্যক্রম স্থানান্তর করি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ডঃ তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী ভবনটি উদ্বোধন করেন। তিনি প্রশিক্ষণের বিষয়ে আমাদের সর্বদা তাগিদ প্রদান করেন এবং বলেন জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি ছাড়া বিদ্যুৎ খাতে সেবার মান উন্নয়ন করা সম্ভব হবে না। আমরা তাঁর প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব ডঃ সুলতান আহমেদ অত্যন্ত শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি। বিপিএমআই-এর সকল কার্যক্রমে তিনি সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ করে থাকেন, যা আমাদের প্রত্যাশাকেও ছাপিয়ে যায়। প্রতিনিয়ত পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান করে আমাদের আরও বেশি কাজ করতে অনুপ্রাণিত করেন, যার জন্য আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি) জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ অনেকদিন থেকে বিপিএমআই-কে কার্যকর করার জন্য তাগিদ দিয়ে আসছিলেন। তিনি বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব থাকাকালীন

হতেই প্রশিক্ষণের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করে আসছেন, এরই ফলশ্রুতিতে বিপিএমআই প্রতিষ্ঠা করা হয়। আমরা তাঁর প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ সব সময়ই সর্বোচ্চ মানের প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তিনিই বিপিএমআই-এর স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের জন্য ২৫ একর জমির ব্যবস্থা করে দেন, যাতে নির্মিত হতে যাচ্ছে সর্বাধুনিক দৃষ্টিনন্দন ভবন ও প্রশিক্ষণ সুবিধাদি সম্বলিত নিজস্ব ক্যাম্পাস। এ প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ খাতের জনবলের দক্ষতা উন্নয়নে যে অবদান রাখবে, তার কৃতিত্ব মূলত মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর। আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনবলের দক্ষতা উন্নয়নের গুরুত্ব সবার আগে উপলব্ধি করেই বিপিএমআই প্রতিষ্ঠার নির্দেশ প্রদান করেন, তার প্রেক্ষিতেই এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। দূরদর্শিতার এ এক অনন্য উদাহারণ, যা রাষ্ট্রনায়কোচিত মনোভাবের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি বিনম্র কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমরা প্রতিনিয়ত যে সব প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করছি, তাতে বিদ্যুৎ বিভাগের সকল সংস্থা ও কোম্পানি কর্তৃপক্ষের অকুণ্ঠ সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। এ জন্য তাঁদের সকলের প্রতি আমরা অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিপিএমআই তার বিভিন্ন কোর্সের কারিকুলাম তৈরিতে অত্যন্ত সতর্ক থাকে। এ কাজে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, সংস্থা, কোম্পানিতে কর্মরত পেশাজীবীদের সহায়তা গ্রহণ করা হয়। তা ছাড়া বিদেশি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলামের সাথে মিলিয়ে নিজস্ব কারিকুলাম তৈরি করে, যা সকলের দ্বারা প্রশংসিত হয়ে এসেছে। তেমনি দেশ ও বিদেশ থেকে দক্ষ ব্যক্তিকে খুঁজে প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজে ব্যবহার করা হয়। প্রতিনিয়ত আরও দক্ষ ব্যক্তি খুঁজে বের করার প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়, ফলে বিপিএমআই এর মধ্যেই উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদানে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০ প্রকাশ করে বিপিএমআই তার এযাবত গৃহীত সকল কার্যক্রম সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরছে। সবার গঠনমূলক পরামর্শ এ ইনস্টিটিউটের ভবিষ্যৎ চলার পথকে আরও গতিশীল করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা অত্যন্ত জরুরী। সে জন্য এ খাতে কর্মরত বিশাল কর্মীবাহিনীর দক্ষতা উন্নয়নে বিপিএমআই ভবিষ্যতে আরও দৃঢ় ভূমিকা পালন করতে চায়। সকলের আন্তরিক সহযোগিতা পেলে এ ইনস্টিটিউট প্রত্যাশিত ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

মোঃ মাহবুব-উল-আলম, এনডিসি

সূচিপত্র

১.০ ভূমিকা ৬
১.১ বিপিএমআই গঠনের পটভুমি: ৬
১.২ বিপিএমআই-এর পরিচালনা পদ্ধতি ৬
১.৩ বিপিএমআই-এর মূল কার্যাবলী ৬

২.০ কার্যক্রম ৭
২.১ পিএসএমপি-২০১৬ ও এসডিজি ৭
২.২ প্রশিক্ষণের মূল বিষয় ৮
২.৩ কোর্স কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট ৯
২.৪ উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন প্রশিক্ষক ৯
২.৫ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ১০
২.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিপিএমআই এর কার্যক্রম ১০
২.৭ সম্পাদিত প্রশিক্ষণের বিষয় ১১

৩.০ আর্থিক বিষয়াদি ১৪
৩.১ অডিট রিপোর্ট ১৪
৩.২ বাজেট ২০১৯-২০ .... ১৪

৪.০ বিবিধ ১৪
৪.১ অবকাঠামোগত সুবিধাদি ১৪
৪.২ সমস্যাবলি ১৫
৪.৩ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ১৫
৪.৪ উপসংহার ১৬

পরিশিষ্ট ১: ফটো এ্যালবাম ১৭

পরিশিষ্ট ২: শব্দ সংক্ষেপ ২৩

পরিশিষ্ট ৩: ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের ব্যালান্স শিট ২৪

পরিশিষ্ট ৪: বাজেট ২০১৯-২০ .... ২৫

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০

১.০ ভূমিকা

১.১ বিপিএমআই গঠনের পটভূমি:

বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণে নতুন নতুন প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। গ্যাস নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে জ্বালানি বৈচিত্র্য (fuel diversification) বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতি বিদ্যুৎ সরবরাহ শিল্পকে আরও অত্যাধুনিক করে তুলছে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার ও জ্বালানি বৈচিত্র্যায়নের সুফল দ্রুততম সময়ে সকলের নিকট পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে আধূনিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হয়েছে। গ্রাহকদের নিকট নির্ভরযোগ্য ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য একদিকে যেমন নতুন প্রযুক্তি প্রয়োজন, তেমনই সে সব প্রযুক্তি ব্যবহারের এবং আধুনিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই বিদ্যুৎ খাত সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ জনবল।

বিদ্যুৎ খাতের সকল এজেন্সির প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়নের জন্য প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ জনশক্তি প্রয়োজন। একইভাবে, বিভিন্ন স্থাপনার কারিগরি নকশা তৈরি, নির্মাণ, কমিশনিং, পরীক্ষা, বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দক্ষ জনশক্তি প্রয়োজন। বিদ্যুৎ সঞ্চালন এবং বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি ছাড়াও নিরবচ্ছিন্ন এবং মানের বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য দক্ষ, স্ব-প্রণোদিত পেশাদার কর্মীবাহিনী প্রয়োজন, যা শুধুমাত্র যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সম্ভব।

অতীতে বিদ্যুৎ খাতে কর্মরত জনবলের প্রশিক্ষণ প্রদানের সুযোগ খুবই সীমিত ছিল। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ খাতে দক্ষ জনবল সৃজনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে (বিদ্যুৎ বিভাগ পরিদর্শনকালে প্রদত্ত) বিদ্যুৎ বিভাগ 'বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট' বা বিপিএমআই প্রতিষ্ঠা করা করেছে।

১.২ বিপিএমআই-এর পরিচালনা পদ্ধতি

বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যনেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের একটি গভর্নিং বডি রয়েছে, যার সভাপতি বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব। ১৬ সদস্য বিশিষ্ট গভর্নিং বডির নির্দেশনা অনুসারে বিপিএমআই-এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বিপিএমআই-এর একটি জেনারেল বডি রয়েছে। প্রতি বছর অন্ততঃ একবার জেনারেল বডির সভা করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উভয় বডিতে বুয়েট এবং বিদ্যুৎ খাতের প্রধান সংস্থা/কোম্পানিসমূহ ও বিপ্পা-এর প্রতিনিধিত্ব রয়েছে।

১.৩ বিপিএমআই-এর মূল কার্যাবলী

বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যনেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের মূল কার্যাবলী নিম্নরূপ:

- পাওয়ার সেক্টর প্রশিক্ষণ নীতিমালা বা পিএসটিপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ বিভাগকে সহায়তা করা
- দক্ষ জনবল গঠনে যুগোপযোগী ও মানসম্মত স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ-মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা
- বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা

- বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারকে বিদ্যুৎ বিষয়ক পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করা
- প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিদ্যুৎখাতে পরামর্শক ও উপদেষ্টা সেবাপ্রদান
- সরকারীখাতের পাশাপাশি বেসরকারীখাতের জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান
- ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম মাধ্যমে অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রদান করা
- সহস্রাধিক প্রশিক্ষণার্থীর সমন্বয়ে ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে একযোগে প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং
- বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন গবেষণামূলক কার্যক্রম ও স্টাডি সম্পাদন করা।

২.০ কার্যক্রম

২.১ পিএসএমপি-২০১৬ ও এসডিজি

বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের জন্য সরকার পিএসএমপি-২০১৬ শীর্ষক মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। দেশকে উন্নত দেশের কাতারে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই পরিকল্পনায় ২০৪১ সালে ৬০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে। জনগণকে নির্ভরযোগ্য ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এ জন্য বিশাল সংখ্যক দক্ষ, নিবেদিতপ্রাণ এবং স্বপ্রণোদিত কর্মীবাহিনীর প্রয়োজন হবে।

পিএসএমপি-২০১৬তেও দক্ষ জনবল সৃজনের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। পাঁচটি ভিউপয়েন্টের উপর ভিত্তি করে পিএসএমপি-২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে:

Improvement of human resources and mechanisms related to the stable supply of energy.

বিপিএমআই, এই ভিউপয়েন্টের উপর ভিত্তি করে বিদ্যুৎ খাতে কর্মরত প্রকৌশলী-কর্মকর্তা সহ সকল জনবলের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

এ ছাড়াও এসডিজির ৭ নং লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে:

Goal 7: Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all

এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলেও বিদ্যুৎ খাতে কর্মরত প্রকৌশলী-কর্মকর্তা সহ সকল জনবলের দক্ষতা উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। বিপিএমআই উপযুক্ত, মানসম্মত ও সময়ের প্রয়োজনে সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে এসডিজি-র ৭ নম্বর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করে যাবে।

২.২ প্রশিক্ষণের মূল বিষয়

বিপিএমআই বিদ্যুৎ খাতে যে সকল বিষয়ে জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন ভবিষ্যতে তার সকল বিষয়েই প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করবে। তবে বর্তমানে নিম্নলিখিত মূল ক্ষেত্রসমূহের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণে গুরুত্ব প্রদান করা হবে:

- বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ
- বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ
- কোল সোর্সিং ও হ্যান্ডলিং
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন
- পরিবেশ ব্যবস্থাপনা
- মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা
- উন্নত গ্রাহক সেবা
- বিদ্যুৎ খাতে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার ইত্যাদি
- প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ (টিওটি)
- বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ
- আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ
- সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ
- লিডারশিপ বিষয়ে প্রশিক্ষণ

চিত্র ১: বিদ্যুৎ ভবনের বিজয় হলে বিপিএমআই-এর প্রথম প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

চিত্র ২: বিদ্যুৎ ভবনের মুক্তি হলে বিপিএমআই-এর একটি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

এ সব বিষয়ের মধ্যে অনেকগুলি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্স ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে, বাকি বিষয়গুলিতে প্রশিক্ষণ কোর্স যথাসম্ভব দ্রুত শুরু করা হবে।

২.৩ কোর্স কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট

চিত্র ৩: একটি প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীগণ

বিপিএমআই-তে যে সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, সে সব বিষয়ে কোর্স কারিকুলাম তৈরি করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করার আগে বিদ্যুৎ বিভাগের সিবিআইএসপি (Capacity Building and Implementation Support Project) প্রকল্পের আওতায় কিছু কোর্সের কারিকুলাম তৈরি করা হয়েছিল। তবে সেগুলো ৩ বা চার দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণের উপযুক্ত করে তৈরি করা হয়েছিল। বিপিএমআই সেগুলোকে ভিত্তি হিসেবে নিয়ে কারিগরি বিষয়সমূহে বুয়েট সহ বিভিন্ন কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এবং বিদ্যুৎ খাতের দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের সহায়তা নিয়ে নিজস্ব কোর্স কারিকুলাম তৈরি করে। অকারিগরি, যেমন সাধারণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকদের সহায়তায় কারিকুলাম উন্নয়ন করা হয়। এরপর বিশ্বের বিভিন্ন নামকরা প্রতিষ্ঠানের কারিকুলামের সাথে সেগুলি মিলিয়ে নেয়া বা প্রয়োজনবোধে সংশোধন করা হয়। বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন সংস্থা বা কোম্পানির দক্ষ প্রকৌশলী বা কর্মকর্তাদের সাথেও এ সব কারিকূলাম নিয়ে পরামর্শ করা হয়। এর পর বিপিএমআই কোন বিষয়ের কোর্স কারিকুলাম অনুমোদন করে এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়।

প্রতিটি ব্যাচের প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট থেকে কোর্সটি সম্পর্কে ফিডব্যাক গ্রহণ করা হয়, যাতে কারিকুলাম সম্পর্কে নানা পরামর্শ থাকে। সেগুলির মধ্যে যুক্তিসংগত বলে বিবেচিত হলে সেগুলোর ভিত্তিতে পরবর্তী ব্যাচের কোর্স কারিকুলাম আপডেট করা হয়। মোটকথা, প্রতিটি কোর্স কারিকুলাম ক্রমাগতভাবে উন্নয়ন ও হালনাগাদ করা হয়।

তবে, বিপিএমআই একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প অনুমোদনের জন্য দাখিল করেছে, যা অনুমোদিত আন্তর্জাতিক পরামর্শকদের সহায়তায় বিভিন্ন বিষয়ে কোর্স কারিকুলাম এবং কোর্স ম্যাটেরিয়াল ডেভেল করা হবে।

২.৪ উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন প্রশিক্ষক

কারিগরি, ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য বিপিএমআই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, বিভিন্ন সংস্থা বা কোম্পানিতে কর্মরত পেশাজীবীদের নিয়ে প্রশিক্ষক পুল গড়ে তোলার কাজ করছে। প্রতিটি বিষয়ে দক্ষ প্রশিক্ষকদের একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে, যা প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে, যথেষ্ট সংখ্যক দক্ষ প্রশিক্ষকের অভাব রয়েছে আমাদের দেশে। তা'ছাড়া দক্ষ লোকদের খুঁজে বের করাও বেশ কঠিন। বিপিএমআই দেশের মধ্যে দক্ষ প্রশিক্ষকদের খুঁজে বের করে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য তাদের মেধাকে ব্যবহার করছে। এটিকে একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে প্রতিনিয়ত আরও উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন রিসোর্স পারসনদের খুঁজে বের করার কাজ অব্যাহত রাখা হবে।

বিদেশে অবস্থানরত বা প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে অনেক খ্যাতনামা অধ্যাপক, বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী রয়েছেন, যাদের অনেকের সাথেই বিপিএমআই ইতোমধ্যেই যোগাযোগ গড়ে তুলেছে এবং তারা অনলাইন প্ল্যাটফরমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে বক্তৃতা দিচ্ছেন। ভবিষ্যতে এ কার্যক্রম আরও জোরদার করা হবে।

বিভিন্ন ইপিসি কন্ট্রাক্টর, সাপ্লায়ার, ম্যানুফ্যাকচারার সহ বিভিন্ন দেশি বিদেশি কোম্পানিতে কর্মরত প্রকৌশলী, বিজ্ঞানীদেরও প্রশিক্ষণে রিসোর্স পারসন হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তাদের মধ্যেই অনেকেই ডাকে সাড়া দিয়ে অনেক ক্লাশ নিয়েছেন। ভবিষ্যতে এ ধরণের উদ্যোগ আরও জোরদার করা হবে।

বিপিএমআই উচ্চ দক্ষতার প্রশিক্ষক তৈরি করার জন্য নিয়মিতভাবে 'ট্রেনিং অব ট্রেইনার্স' কোর্সের আয়োজন করে যাচ্ছে। এ সকল কোর্সে ট্রেনিং-এর জেনেরিক বিষয়ে নিবিড়ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা বা কোম্পানির প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বা কেন্দ্রের প্রশিক্ষকরাও উচ্চ দক্ষতার প্রশিক্ষক হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার সুযোগ পাচ্ছেন। ভবিষ্যতে জেনেরিক বিষয় ছাড়াও কারিগরি, ব্যবস্থাপনা বা আর্থিক বিষয়ে প্রশিক্ষক গড়ে তোলার জন্য বিষয়ভিত্তিক 'ট্রেনিং অব ট্রেইনার্স' কোর্সের আয়োজন করা হবে।

২.৫ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন সংস্থা ও কোম্পানিতে নবনিযুক্ত প্রকৌশলী ও কর্মকর্তাদের জন্য বিপিএমআই বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ইউনিফাইড কোর্স কারিকুলাম তৈরি করেছে। এর ভিত্তিতে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সও শুরু করা হয়েছে। তাদের জন্য প্রণীত কারিকুলামে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস, ঐতিহ্য, প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস, সংবিধান, পররাষ্ট্রনীতি সহ বিভিন্ন বিষয় সংযোজন করা হয়েছে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বিষয়াদি, উন্নয়ন সহযোগী, ইংরেজি কথোপকথন ইত্যাদি বিষয়ও রয়েছে। এ কোর্স সফলভাবে সম্পাদন করলে কর্মকর্তাগণ নিজেকে চৌকষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারবেন।

এ ছাড়া, যারা চাকরি জীবনের শুরুতে বুনিয়াদি বা অনুরূপ কোন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেননি এবং ইতোমধ্যে মধ্য বা সিনিয়র পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন, তাদের জন্য উচ্চতর বুনিয়াদি কোর্স এবং সিনিয়র পর্যায়ের জন্য পলিসি লেভেলের প্রশিক্ষণের জন্য কারিকুলাম তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

২.৬ ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিপিএমআই এর কার্যক্রম

২০১৯-২০ অর্থ বছরে মোট ১৬৫০ জন কর্মকর্তা/প্রকৌশলীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু মার্চ, ২০২০ তারিখ থেকে করোনাভাইরাসজনিত পরিস্থিতির কারণে প্রায় ৩ মাস প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়েছিল। পরবর্তীতে জুন, ২০২০ মাস থেকে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়।

বিপিএমআই ২০১৯-২০ অর্থ বছরে যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে, তা' নিম্ন ছকে উল্লেখ করা হলো:

টেবিল ১: বিগত বছরের প্রশিক্ষণের বিবরণী

ক্রম	বিষয়	প্রশিক্ষণপুঞ্জি ২০১৯-২০ জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত
১।	প্রশিক্ষণ কোর্স	৩৪টি
২।	কর্মশালা	২টি
৩।	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা	১২৬৩ জন

৪।	প্রশিক্ষণ দিবস	৩৩২ দিন
৫।	প্রশিক্ষণ জনদিবস	৯,৯৮০ জনদিবস
৬।	প্রশিক্ষণ জনঘন্টা	৭৯,৮৪০ জনঘন্টা
৭।	জনপ্রতি জনঘন্টা (প্রশিক্ষণ)	৭২.৬৯ ঘন্টা

করোনাজনিত ছুটির কারণে ৩ মাস বন্ধ থাকায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চলতি সালে সেই ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে।

বিপিএমআই ২০১৮ সালের ৫ মে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করার পর থেকে যে সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে, তা' নিম্ন ছকে (টেবিল ২) উল্লেখ করা হলো:

টেবিল ২: বিপিএমআই-এর শুরু থেকে প্রদত্ত প্রশিক্ষণের বিবরণী

ক্রম	বিষয়	প্রশিক্ষণপুঞ্জি মে, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত
১।	প্রশিক্ষণ কোর্স	৬৮টি
২।	কর্মশালা	২টি
৩।	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা	১৯৪৪ জন
৪।	প্রশিক্ষণ দিবস	৩৭৪ দিন
৫।	প্রশিক্ষণ জনদিবস	১১,৮৯৪ জনদিবস
৬।	প্রশিক্ষণ জনঘন্টা	৯৫,১৫২ জনঘন্টা
৭।	জনপ্রতি জনঘন্টা (প্রশিক্ষণ)	৪৮.৯৫ ঘন্টা

বিপিএমআই-এর ২০১৯ সালের মে মাস পর্যন্ত কোন কার্যালয় ছিল না। প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কোন হল বা ক্লাশরুম ছিল না। তথাপি বিদ্যুৎ ভবনের বিভিন্ন হলে কিছু প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। সে ক্ষেত্রে ঐ হলে অন্য কোন সভা হলেই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বন্ধ রাখতে হত এবং প্রশিক্ষণার্থী ও প্রশিক্ষকগণ বাইরে অপেক্ষা করত। ফলে প্রশিক্ষণ প্রদানে মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্টি হত। মে ২০১৯ মাসে বর্তমান অস্থায়ী ভবনে কার্যক্রম শুরু করার পর প্রকৃতপক্ষে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে গতি আসে।

২.৭ সম্পাদিত প্রশিক্ষণের বিষয়

বিদ্যুৎ খাতের প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিভিন্ন সংস্থা ও কোম্পানির সাথে আলোচনা করে বিপিএমআই বিভিন্ন কোর্সের আয়োজন করে। এ ছাড়া বিদ্যুৎ বিভাগের সিবিআইএসপি প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত একটি ট্রেনিং নিড অ্যাসেসমেন্টকে ভিত্তি ধরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করে। ঐ স্টাডিতে কিছু কোর্সের কারিকুলামও তৈরি করা হয়েছিল। সেগুলো বিভিন্ন সংস্থা ও কোম্পানির দক্ষ প্রকৌশলী ও কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে হালনাগাদ করা হয় এবং সেগুলির ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়। নতুন কিছ বিষয়েও কোর্স ডিজাইন করা হয় এবং প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ সালে বিপিএমআই কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণের বিষয়গুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল:

৩.২.১ কারিগরি

- Generation Planning, Power Plant Project Formulation & Implementation
- Fundamental Components, Operations & Maintenance of Distribution Substation, Line and Related System
- Power System Protection
- Operation and Maintenance of Distribution & Power Transformer
- Operation & Maintenance of Sub-Station
- Operation & Maintenance of GT Power Plant
- Design, Manufacturing and Testing of Transformer
- O&M of Switchgear, Circuit Breaker and Relay
- Operation, Maintenance and Protection of Sub-Station
- Design & Construction and Maintenance of Power Distribution Line
- Design & Construction of Solar Power Plant
- Basic Training on GIS & SCADA
- Smart Pre-payment Metering System & Smart Grid

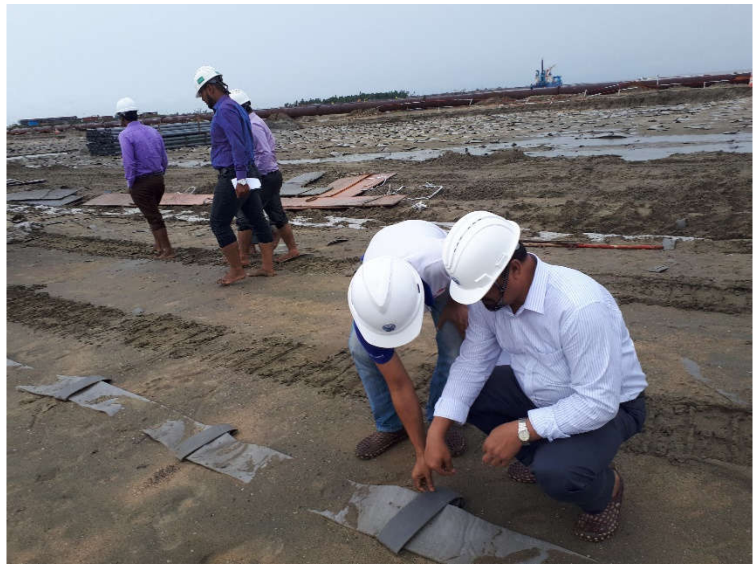

চিত্র ৪: মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিপিএমআই কর্তৃক আয়োজিত সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ও আর্কিটেক্টদের জন্য হাতে কলমে প্রশিক্ষণ

৩.২.২ সাধারণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা

- Financial Management & Corporate Governance
- Foundation Training
- Project Formulation, Implementation, Monitoring & Evaluation (PIME)
- Training of Trainers
- Fixed Asset Management & Inventory Control
- Financial & Economic Analysis of Development Project
- Coal Supply Chain & Coal Management
- Company Affairs
- Physical Security and Access Control for KPIs
- Contract Negotiation and Conflict Management

৩.২.৩ ভবিষ্যত প্রশিক্ষণের বিষয়

অদূর ভবিষ্যতে যেসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে, সেগুলো হচ্ছে:

- Computer Hardware and Troubleshooting
- Strategic Leadership
- Adaptive Leadership
- Accounting for Non-Accountants
- Supply Chain Management
- International Procurement and Supply Chain Management
- E-Governance & E-Commerce
- Fundamental Components, Operation & Maintenance of Coal Fired Thermal Power Station
- Public Procurement Management
- Customer Service Excellence
- Cyber Security and Ethical Hacking
- Power Purchase Agreement (Basic)
- Power Purchase Agreement (Advanced)
- Occupational Health, Safety Environment & Fist Aid
- Underground Electrical Distribution Line Planning and Installation
- Website Development and Security Issues
- Computer Hardware and Troubleshooting
- E-Government Procurement
- Office Management
- Contract Negotiation Skills
- Advanced HRM Practice
- Financial Management for Non-Finance Executives
- Transparency, Accountability & Good Governance

এ সকল প্রশিক্ষণের মধ্য হতে অতি প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের কোর্স কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট এবং উপযুক্ত রিসোর্স পারসন খুঁজে বের করার কাজ চলমান রয়েছে। রিসোর্স পারসনস' পুলে তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং নিয়মিতভাবে তা' হালনাগাদ করা হবে।

বিভিন্ন সংস্থা/কোম্পানি তথা বিদ্যুৎ খাতের প্রয়োজন মেটানোর জন্য আরও কিছু বিষয় ভবিষ্যতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে কোর্স কারিকুলাম চূড়ান্ত করা হবে এবং ঐ সব বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হবে।

৩.০ আর্থিক বিষয়াদি

৩.১ অডিট রিপোর্ট

বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউট এর আয়-ব্যয়ের বিষয়সমূহ গভর্নিং বডি কর্তৃক অনুমোদিত একটি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ফার্মকে দিয়ে অডিট করানো হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের আয়-ব্যয়ের ব্যালান্স শিট পরিশিষ্ট ৩-এ সংযোজন করা হয়েছে।

৩.২ বাজেট ২০১৯-২০

বিপিএমআই-এর ২০১৮-১৯ অর্থবছরের আয়-ব্যয়, বিপিএমআই এর ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ সহ অন্যান্য পরিকল্পনা, বিপিএমআই এর সম্ভাব্য মূলধনী এবং রাজস্ব ব্যয় এবং জনবলের সংখ্যা ইত্যাদি বিবেচনায় ১৭ কোটি ৪১ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত বাজেট গভর্নিং বডি কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বাজেটের সংক্ষিপ্তসার পরিশিষ্ট ৪-এ প্রদান করা হলো।

৪.০ বিবিধ

৪.১ অবকাঠামোগত সুবিধাদি

কেরানীগঞ্জে বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউট (বিপিএমআই)-এর মূল ক্যাম্পাস নির্মাণ করা হবে। এ জন্য বিপিডিবি কর্তৃক ২৫ একর জমি নেয়া হয়েছে, যাতে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও ভূমি উন্নয়ন কাজ শেষ হয়েছে। ঐ স্থানে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ন্যুনতম চাহিদা নিরূপণের জন্য বিপিএমআই-এর গভর্নিং বডি কর্তৃক বিপিডিবি-এর চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে। ঐ কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর মাস্টার-প্ল্যান তৈরি ও বিস্তারিত আর্কিটেকচারাল ডিজাইন তৈরির কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

চিত্র ৫: মুক্তি হলে অনুষ্ঠিত একটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তগণ

মূল ক্যাম্পাস চালু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এর প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পূর্বাচলের ৪নং সেক্টরে ডেসকো'র ৬ তলা বিশিষ্ট সাব-স্টেশন বিল্ডিং-এ পরিচালিত হচ্ছে। এ অস্থায়ী ক্যাম্পাসে দু'টি ক্লাশরুম ও একটি কম্পিউটার ল্যাব রয়েছে। এছাড়া একটি ডাইনিং হল রয়েছে, যাতে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ বা সেমিনার অনুষ্ঠান করা সম্ভব হবে। এ ছাড়া কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কক্ষ, নামাজ রুম, একটি স্টুডিও, লাইব্রেরি, সার্ভার রুম সহ প্রয়োজনীয় সুবিধাদি রয়েছে। এ কেন্দ্রে ২ বা ৩টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ একসাথে পরিচালনা করা সম্ভব হয়। এ ছাড়া বিদ্যুৎ ভবন ও ডিপিডিসি-র কাঁটাবনস্থ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শ্রেণিকক্ষও প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। বর্তমানে,

বিপিএমআই এখন বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওতাধীন সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের প্রয়োজন অনুসারে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পুরোপুরি সক্ষম। বিপিএমআই-এর মূল প্রশিক্ষণসমূহ এ ক্যাম্পাসে বা অনলাইনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

তবে, সকল ধরণের কারিগরি প্রশিক্ষণ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মানসম্পন্ন ওয়ার্কশপ, ল্যাবরেটরি ও সিমুলেটর সহ নানা সুবিধা প্রয়োজন। কেরানীগঞ্জের মূল ক্যাম্পাসে এসব সুবিধা নিশ্চিত করা হবে, ফলে বিপিএমআই আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে পরিণত হবে।

৪.২ সমস্যাবলি

বিপিএমআই-এর কার্যক্রম পরিচালনার ২ বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যেই এ ইনস্টিটিউট প্রশিক্ষণের মান এবং পরিচালনার পদ্ধতি সম্পর্কে বেশ প্রশংসা অর্জন করেছে। অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিপিএমআই তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে তৎপর রয়েছে।

বিপিএমআই যে সকল সমস্যার মধ্য দিয়ে নিজের কার্যক্রম পরিচালনা করছে, সেগুলি হচ্ছে:

- জনবলের স্বল্পতা
- পর্যাপ্ত তহবিলের অভাব
- নিজস্ব ভবন না থাকা
- ক্লাসরুমের স্বল্পতা
- নিজস্ব ল্যাবরেটরি ও ওয়ার্কশপের অভাব
- বিভিন্ন বিষয়ের সিমুলেটর না থাকা
- যথেষ্ট সংখ্যক দক্ষ প্রশিক্ষকের অভাব
- প্রশিক্ষণার্থীদের যথাসময়ে ও চাহিত সংখ্যায় মনোনয়ন প্রদান না করা, ইত্যাদি।

বিপিএমআই বর্তমানে পূর্বাচলে ডেসকো-র একটি সাব-স্টেশন ভবনে নিজস্ব কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দ্রুত নিজস্ব ক্যাম্পাসে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং বিপিএমআই একত্রে কাজ করছে। ভবিষ্যতে কেরাণীগঞ্জস্থ নিজস্ব জমিতে ভবনাদি নির্মাণ করার পর সেখানে কার্যক্রম পরিচালিত হবে, যাতে বিদ্যুৎ খাতে প্রশিক্ষণের আধুনিক সকল সুযোগ-সুবিধা সৃজন করা হবে।

৪.৩ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বিপিএমআই প্রশিক্ষণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করছে, যা ভবিষ্যতে আরও বাড়ানো হবে। এতে প্রশিক্ষণার্থীরা যে কোন বিষয়ে আইসিটির সর্বোত্তম ব্যবহার শিখতে পারে। বিদ্যুৎ খাতে আইসিটি-র সর্বোচ্চ ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কোর্স ও ওয়ার্কশপ আয়োজন করার পরিকল্পনা রয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে এ সংস্থা তার নিজের ফুট-প্রিন্ট রেখে যেতে চায়। প্রশিক্ষণে এক্সারসাইজ, প্রাকটিস, গ্রুপ-ওয়ার্ক, ডাটা কালেকশন ও অ্যানালাইসিস, পারসোনাল ও গ্রুপ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সহ প্রশিক্ষণের সর্বোত্তম পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগের এবং এ বিষয়ে গবেষণার কাজে সবার চেয়ে এগিয়ে থাকার চেষ্টা করছে বিপিএমআই।

বিপিএমআই প্রশিক্ষণ প্রদানে সক্ষমতা বাড়ানোর, প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন পরিকল্পনা তৈরি করেছে, যেগুলি হচ্ছে:

১) এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের স্বার্থে বিদ্যুৎ খাতে উন্নত তথ্য-প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ, পেশাদার কর্মীবাহিনী তৈরির জন্য বিপিএমআই প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

২) মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কোর্স কারিকুলাম ও কোর্স ম্যাটেরিয়াল তৈরি করবে।

৩) কারিগরি, জনবল ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা খাতে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয় সংখ্যক উচ্চ দক্ষতার প্রশিক্ষক তৈরি করবে।

৪) বিদ্যুৎ সেক্টরের বেসরকারি খাতে কর্মরত জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৩) বিদ্যুৎ খাতে প্রশিক্ষণের একটি মান নির্ধারণেও বিপিএমআই কাজ করবে।

৪) বিপিএমআই ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ খাতে সংস্থা/কোম্পানিসমূহকে কনসালটেন্সি সেবা প্রদান করবে। কনসালট্যান্সি সার্ভিসের জন্য বিদেশ-নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থা/কোম্পানিতে কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত দক্ষ জনবলকে এক ছাতার তলায় আনা হবে এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজন মেটানোর জন্য নতুনদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৫) কারিগরি সহায়তার জন্য দেশের সরকারি / বেসরকারিখাত এবং বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। বিপিএমআই ভারতের এনটিপিসি/এনপিটিআই, জাপানের টেপকোসহ অস্ট্রেলিয়ার কয়েকটি শিক্ষা/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করার জন্য এমওইউ সম্পাদনের জন্য আলোচনা চলছে।

৬) কয়লা ও এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, পরিচালনা ও মেইনটেন্যান্স বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে উপযুক্ত জনবল গড়ে তোলা হবে।

৭) বিদ্যুৎ বিভাগ তথা সরকারকে বিদ্যুৎ বিষয়ে পরামর্শ বা বুদ্ধিবৃত্তিক সেবা প্রদান করবে।

৮) স্থায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য কেরানীগঞ্জে ২৫ একর জমি নেয়া হয়েছে। ঐ স্থানে বিদ্যুৎ বিভাগ এবং বিপিডিবি'র সহায়তায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে।

৯) সামগ্রিকভাবে বিদ্যুৎ খাত তথা বাংলাদেশের প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে বিপিএমআই-কে একটি আন্তর্জাতিক মানের ইনস্টিটিউট বা সেন্টার অব এক্সেলেন্স হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

৪.৪ উপসংহার

শুরু থেকেই বিপিএমআই কোর্স নির্ধারণ, কোর্স কারিকুলাম তৈরি এবং প্রশিক্ষণ প্রদানে উচ্চ মান রক্ষার জন্য চেষ্টা করে আসছে। এ জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ এবং এর আওতাধীন সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে। ভবিষ্যতে বিদেশি বিভিন্ন সমশ্রেণির প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সমঝোতা স্মারক সম্পাদনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গ্রহণ করা হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি ও জ্ঞান বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতে প্রয়োগের লক্ষ্যে বিপিএমআই সব সময় সচেষ্ট থাকবে।

পরিশিষ্ট ১: ফটো এ্যালবাম

চিত্র-৬: বিপিএমআই-এর পূর্বাচলস্থ অস্থায়ী ভবন।

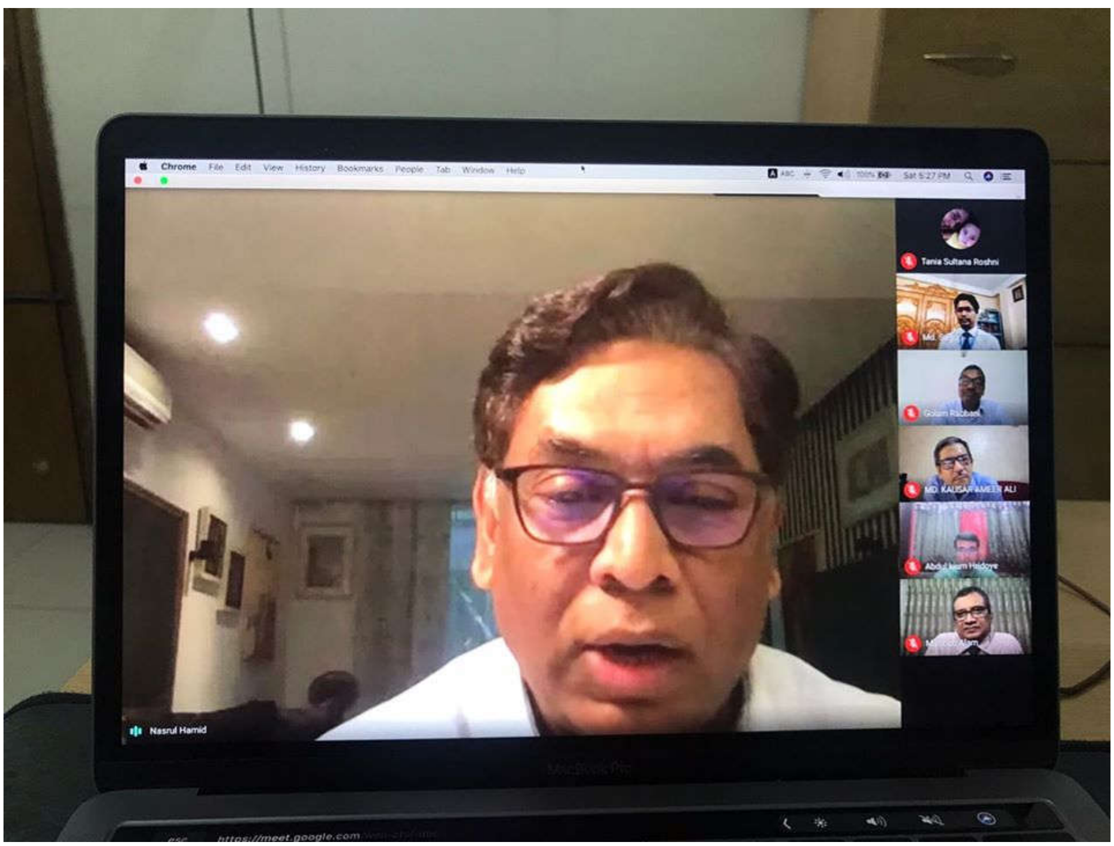

চিত্র-৭: বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক অনলাইনে ২য় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ উদ্বোধন

চিত্র-৮: প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অভ্যাগত অতিথিবৃন্দ

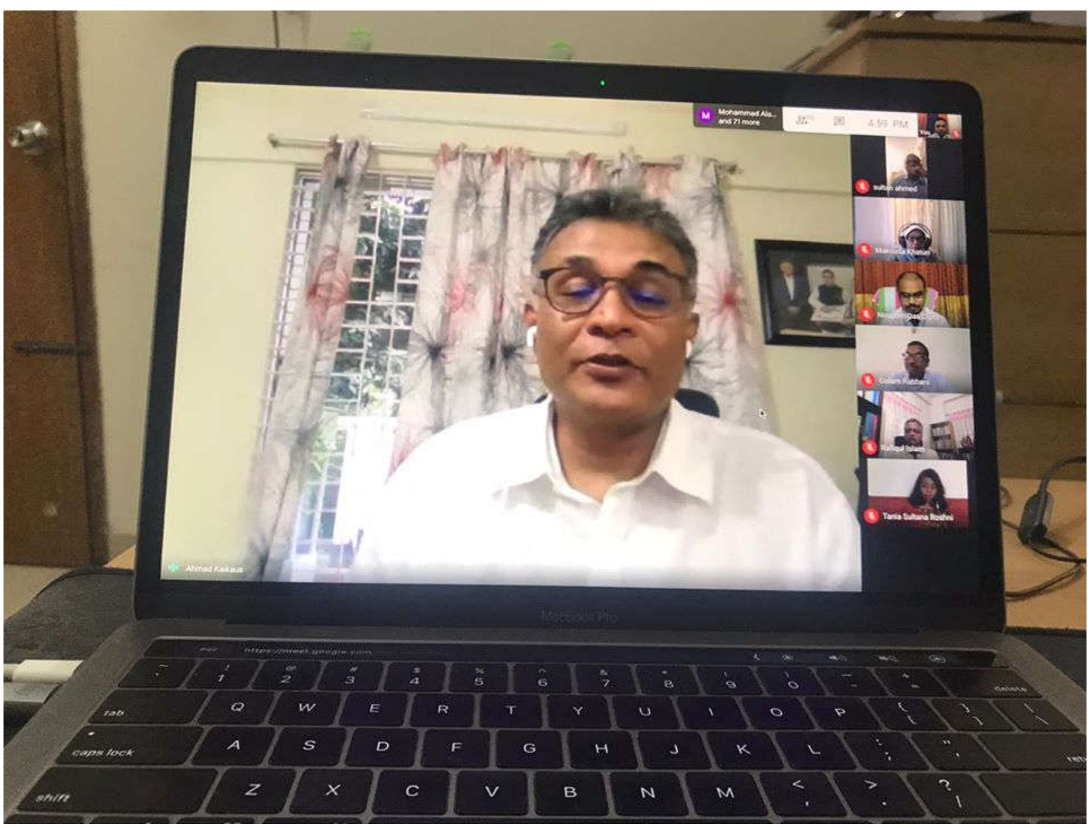

চিত্র-৯: অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্সে বক্তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব

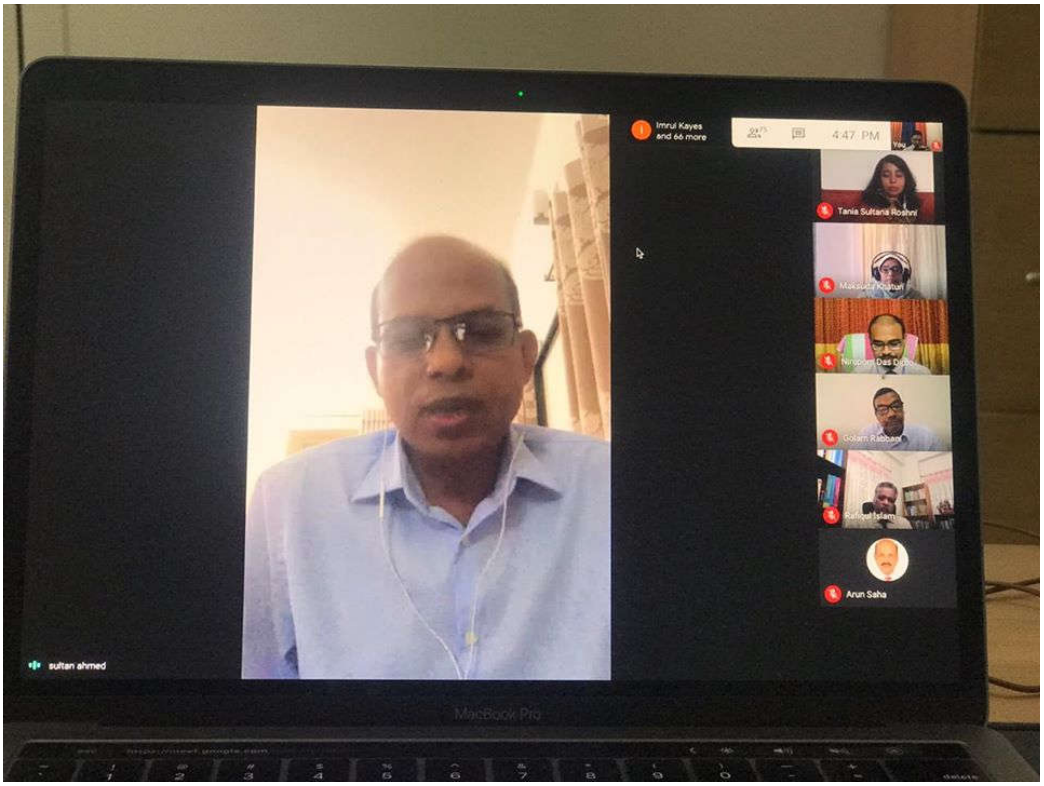

চিত্র-১০: অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্সে বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব

চিত্র ১১: হাতে কলমে প্রশিক্ষণ

চিত্র ১২: বিপিএমআই-এর নিজস্ব ক্যাম্পাস নির্মাণের স্থান

চিত্র ১৩: বিপিএমআই-এর বর্তমান ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কোর্স

চিত্র ১৪: বিপিএমআই-এর বর্তমান অস্থায়ী কার্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় উপদেষ্টা

চিত্র ১৫: বিপিএমআই-এর বর্তমান অস্থায়ী কার্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় বিষয়ক স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি

চিত্র ১৬: বিপিএমআই কর্তৃক আয়োজিত ওয়ার্কশপে অতিথিবৃন্দ

চিত্র ১৭: বিপিএমআই কর্তৃক আয়োজিত ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

পরিশিষ্ট ২: শব্দ সংক্ষেপ

শব্দসংক্ষেপ

সংক্ষিপ্তরূপ	পূর্ণরূপ
আইপিপি	ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার
আরপিসিএল	রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড
ইজিসিবি	ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ
ইপিসি	ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রকিওরমেন্ট এন্ড কনস্ট্রাকশন
এইচআরএম	হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট
এনডাব্লুপিজিসিএল	নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড
এপিএসসিএল	আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড
ওজোপাডিকো	ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড
টিওটি	ট্রেনিং অব ট্রেইনার্স
ডেসকো	ঢাকা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড
ডিপিডিসি	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড
নেসকো	নর্দার্ন ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড
পিএসএমপি	পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান ২০১৬
পিজিসিবি	পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি:
বিআইএফপিসিএল	বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড
বিআরইবি	বাংলাদেশ রুরাল ইলেক্ট্রিফিকেশন বোর্ড
বিইআরসি	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন
বিইপিআরসি	বাংলাদেশ এনার্জি এন্ড পাওয়ার রিসার্চ কাউন্সিল
বিপিডিবি	বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড
বিআর পাওয়ারজেন	বিপিডিবি আরপিসিএল পাওয়ার জেনআরেশন কোম্পানি লিমিটেড
সিপিজিসিএল	কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড
BIPPA	Bangladesh Independent Power Producers' Association
CBISP	Capacity Building and Implementation Support Project for Power Sector Agenicies

পরিশিষ্ট ৩: ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের ব্যালান্স শিট

Bangladesh Power Management Institute

Statement of Financial Position

As at June 30, 2019

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		June 30, 2019	June 30, 2018
ASSETS			
Non-current Assets		**669,735**	**166,067**
Property, Plant and Equipment	3.00	669,735	166,067
Current Assets		**95,561,049**	**28,669,981**
Investment in FDR		22,817,500	-
Accounts Receivable	4.00	23,630,763	3,045,000
Cash and Cash Equivalents	5.00	49,112,786	25,624,981
Total Assets		**96,230,784**	**28,836,048**
FUND AND LIABILITIES			
		95,103,572	**28,740,209**
Fund Account	6.00	95,103,572	28,740,209
Liabilities			
Current Liabilities		**1,127,212**	**95,839**
Accounts Payable	7.00	530,756	58,339
Provision for Expenses	8.00	596,456	37,500
Total Fund and Liabilities		**96,230,784**	**28,836,048**

The annexed notes 01 to 12 and Annexure - A form an integral part of these financial statements.

Director, Admin and Finance

MDS, Admin and Finance

Signed in terms of our separate report of even date.

Dated: Dhaka
………..., 2020

Rahman Mostafa Alam & Co.
Chartered Accountants

পরিশিষ্ট ৪: বাজেট ২০১৯-২০

২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেট

বিপিএমআই-এর ২০১৮-১৯ অর্থবছরের আয়-ব্যয়, বিপিএমআই এর ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ সহ অন্যান্য পরিকল্পনা, বিপিএমআই এর সম্ভাব্য মূলধনী এবং রাজস্ব ব্যয় এবং জনবলের সংখ্যা ইত্যাদি বিবেচনায় ১৭ কোটি ৪১ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত বাজেট গভর্নিং বডি কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বাজেটের সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ:

প্রাক্কলিত আয় ও ব্যয় হিসাব			লক্ষ টাকায়
আয়/স্থিতি		প্রাক্কলিত ব্যয়	
	স্থিতি / আয়		
প্রশিক্ষণ ফিস আয় ২৪৫০ জন প্রশিক্ষণার্থী হতে গড়ে ২০,০০০/ টাকা ফি	৪৯০.০০	আবর্তক ব্যয়	
		বেতন ও ভাতাদি বাবদ ব্যয়	১৬৪.৫৯
		প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য আবর্তক ব্যয়	৭৭০.৩০
ব্যাংক জমাঃ		উপ-মোট : আবর্তক ব্যয়	৯৩৪.৮৯
সোনালী ব্যাংক	১.০৫		
জনতা ব্যাংক	১৫৮.৫৬	মূলধনী ব্যয়ঃ	
ইউসিবিএল ব্যাংক	৭২.৪৫	পিডিবি কে পরিশোধ	৬৫০.০০
মোট ব্যাংক স্থিতি	২৩২.০৬	গাড়ি ক্রয় পরিশোধ	১৫০.০০
মোট ব্যয়যোগ্য জমা / স্থিতি	৭২২.০৬	অন্যান্য	৭.০০
ঘাটতি	১০১৯.৮৩	উপ-মোট : মূলধনী ব্যয়	৮০৭.০০
আয় + স্থিতি + ঘাটতি	১৭৪১.৮৯	মোটঃ	১৭৪১.৮৯
এফডিআর ৬মাস মেয়াদী ২টি	৫০০ লক্ষ টাকা		

- ✓ প্রাক্কলিত আবর্তক ব্যয় : ৯.৩৪৮৯ কোটি টাকা
- ✓ প্রাক্কলিত মূলধনী ব্যয় : ৮.০৭ কোটি টাকা
- ✓ **মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৭.৪১৮৯ কোটি টাকা**

- ➢ প্রশিক্ষণ হতে মোট আয় : ৪.৯০ কোটি টাকা
- ➢ ব্যাংকে মোট স্থিতি : ২.৩২০৬ কোটি টাকা
- ➢ **মোট ব্যয়যোগ্য অর্থ (আয় ও স্থিতি) : ৭.২২০৬ কোটি টাকা**

- ঘাটতি : ১০.১৯৮৩ কোটি টাকা